MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

The Origin and Evolution of the Bengali Language: A Study

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনঃ একটি সমীক্ষা

Abdul Basir

Assistant Professor, Department of History,
Kazi Nazrul Islam Mahavidyalaya, Paschim Bardhaman,
West Bengal, India.
Email: a.basir1984@gmail.com
Page No: 159-163

Abstract: *Language serves as the primary medium through which human beings express and exchange thoughts. Although numerous languages are spoken across the globe today, they originate from a relatively small number of major language families—generally classified into seven to eight distinct groups. Among these, the Indo-European language family is one of the most prominent, accounting for the highest number of speakers worldwide. A crucial branch of this family is Indo-Iranian, which further developed into the New Indo-Aryan (NIA) linguistic group. Most languages of northern India trace their roots to this lineage, including the Bengali language. Over centuries of historical progression, Bengali evolved into its contemporary form and continues to enrich its linguistic repertoire through sustained interactions with diverse indigenous and foreign languages.*

Keywords: *Language, Family, Bengali, World, Indo-European, Indo-Iranian, India, Indigenous, Foreign, New, Aryan.*

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজারেরো বেশি ভাষা রয়েছে। সাত হাজারেরো বেশি ভাষা থাকলেও, পৃথিবীতে ভাষা পরিবারের সংখ্যা খুবই সীমিত। পৃথিবীতে ভাষা পরিবারের সংখ্যা সাত থেকে আটটি। এই সাত থেকে আটটি ভাষা পরিবার থেকে পৃথিবীর বেশির ভাগ ভাষা উৎপত্তি লাভ করেছে। এই ভাষা পরিবারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা পরিবার হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার। এই ভাষা পরিবার থেকে উৎপত্তি লাভ করা ভাষাগুলি পৃথিবীতে ব্যহারিত হয় সবথেকে বেশি। এই ভাষা পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ হল ইন্দো-ইরানীয় ভাষা পরিবার। ইন্দো-ইরানীয় ভাষা পরিবার থেকে উৎপত্তি লাভ করা ভাষাগুলি ভারতে ব্যহারিত হয় সবথেকে বেশি। বিশেষতঃ উত্তর ভারতের ব্যবহারিত বেশিরভাগ ভাষা উৎপত্তি লাভ করেছে ইন্দো-ইরানীয় ভাষা পরিবার থেকে। এই ইন্দো-ইরানীয় ভাষা পরিবার থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে বর্তমানে প্রচলিত বাংলা ভাষা। এই ইন্দো-ইরানীয় ভাষা পরিবার ছাড়াও ভারতে প্রচলিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা পরিবার হল দ্রাবিড় ভাষা পরিবার। এই ভাষা পরিবার থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত প্রধান ভাষাগুলি। তাই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলির মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীঃ এই ভাষা গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা না করলে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে আগত ইতালীয় বণিক ফিলিপ্পো সসেটি সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষার সাদৃশ্য খুজে পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। তিনি আদতে বণিক ছিলেন, ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন না। তবে পরবর্তিতে স্যার উইলিয়াম জোনস এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল- এ প্রদত্ত এক ভাষণে ওইসব ভাষাগুলির সাদৃশ্য দেখিয়ে বলেন যে, ওইসব ভাষাগুলির উৎস এক ও অভিন্ন এবং ১৮৪৭ খ্রীঃ জার্মান পন্ডিত ম্যাক্সমুলার অতি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, আর্য বলতে ভাষা বোঝায়- অন্য কিছু নয়।[১] এই ভাষাগুলি একটি ভাষা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই ভাষা পরিবার হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার। এই ভাষা পরিবারের একটি ছক নীচে দেওয়া হল ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তার বিখ্যাত "বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ" গ্রন্থ অনুসারে—

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

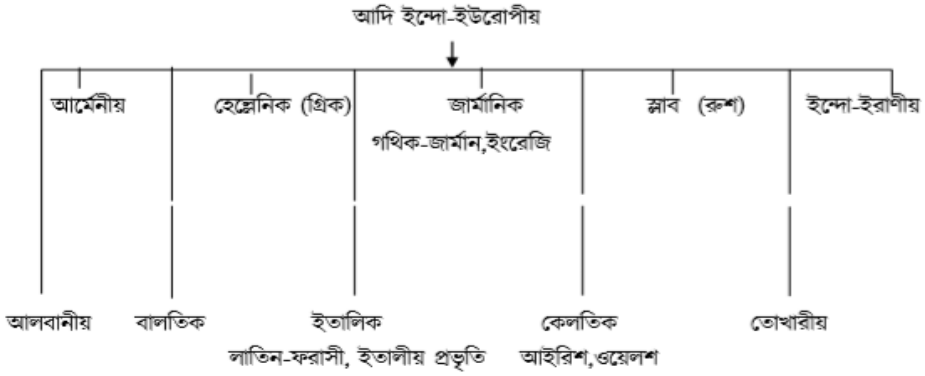

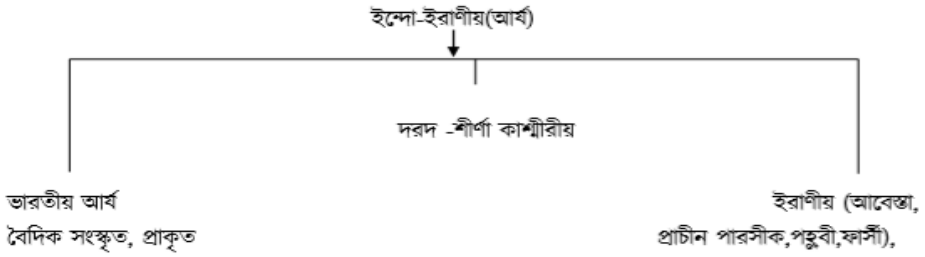

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ[২]

উপরিউক্ত ভাষাগুলির মধ্যে তোখারীয় অনেক দিন লুপ্ত। অপর শাখাগুলির বংশধর ভাষা অদ্যাবধি জীবিত.[৩] ভারতীয় আর্য বা নব্য ভারতীয় আর্য এই ভাষা পরিবার থেকে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলা ভাষা উৎপত্তি লাভ করে।

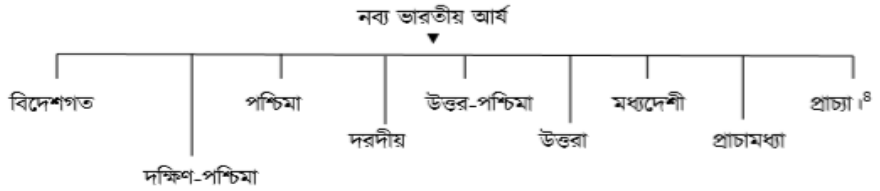

এই উপবিভাগ গুলি থেকে উত্তর ভারতের প্রধান ভাষাগুলি উৎপত্তি লাভ করে ।এই উপবিভাগের অন্যতম উপবিভাগ হল প্রাচ্যা। এই প্রাচ্যা উপবিভাগ থেকে দীর্ঘদিনের অভিযোজনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা উৎপত্তি লাভ করে ।

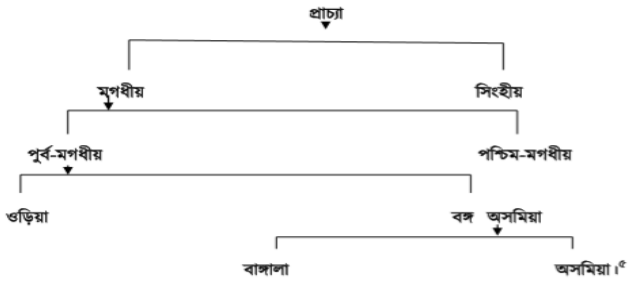

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

নব্য আর্য ভাষার অনেক গুলি উপবিভাগ ছিল ।এই উপবিভাগ গুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রাচ্যা।এই প্রাচ্যা উপবিভাগ থেকেই বাংলা ভাষা উৎপত্তি লাভকরে ।প্রথমত প্রাচ্যা উপবিভাগটি দুই ভাগে ভাগ হয়।সেগুলি হল মগধীয় ও সিংহীয়।এই মগধীয় উপবিভাগটি আবার দুই ভাগে ভাগ হয় সেগুলি হল পশ্চিম ও পুর্ব মগধীয়।আবার পুর্ব মগধীয় দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় সেগুলি হল ওড়িয়া ও বঙ্গ অসমিয়া।এই বঙ্গঅসমিয়া থেকেই আধুনিক কালের বাংলা ও অসমিয়া ভাষা উৎপত্তি লাভ করে।তাই ওড়িয়া, অসমিয়া ও বাংলা ভাষার মধ্যে একটি মূলগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।এই তিনটি ভাষা হল একে অপরের নিকটাত্মীয়।সময়ের তফাতে এই ভাষাগুলি একে অপরের থেকে দূরে সরে গেছে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে, এই নিয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই।এই ব্যাপারে বিখ্যাত দুজন ভাষাতত্ত্ববিদের মন্তব্য উল্লেখ না করলে সমগ্র আলোচনা কিছুটা অসম্পুর্ণ থেকে যাবে।তারা হলেন ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।বাংলা ভাষার উৎপত্তি প্রসঙ্গে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন যে, "প্রশ্ন হইবে কোন প্রাকৃত ভাষা থেকে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি।এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে বৈয়াকরনদিগের বর্ণিত কোনও প্রাকৃতের সহিত এই এই মূল ভাষার ঐক্য পাওয়া যাবে না।তুলনামুলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমাদিগকে এই প্রাকৃতের লক্ষণ আবিষ্কার করিতে হইবে।সুবিধার অনুরোধে আমরা ইহাকে গৌড়ীয় প্রাকৃত বলতে পারি।"[৬] অপরদিকে বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Origin and Development of Bengali Language" এ লিখেছেন যে, "Magadhan speeches can very well be classified into the following 3 groups.

1. Eastern Magadhan: Bengali; Assamese: Oriya.
2. Central Magadhan : Maithili: Magahan.
3. Western Magadhan: Bhotpuriya with Nagpuriya or Sadani."[৭] বাংলা ভাষার উৎপত্তি প্রসঙ্গে ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মন্তব্য অধিকতর গ্রহনযোগ্য।এছাড়াও বাংলা ভাষার উৎপত্তি বা বিবর্তন নিয়ে গবেষনার ক্ষেত্রে দুই বাংলার যে সব ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ অব্দান রেখেছেন, তারা হলেন আচার্য সুকুমার সেন, পবিত্র সরকার, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল হাই প্রমূখরা।

বাংলা ভাষার বিবর্তনের আলোচনা যুগবিভাজন করে আলোচনা করা অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য হবে।বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা সুবিধাজনক।এইগুলি হল প্রাচীন বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস, মধ্য বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস ও আধুনিক বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস।আধুনিক বাংলা ভাষা একটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বর্তমান রুপ পরিগ্রহ করেছে।

১.প্রাচীন বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসঃ এই সময় কালটি বাংলা ভাষা বিবর্তনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।এই সময়কালে বাংলা ভাষার আদি রুপের প্রচলন শুরু হয়।এবং নানা পথ অতিক্রম করে বর্তমান রুপ লাভ করেছে।এই সময় কালের সবচেয়েগুরুত্বপুর্ণ নিদর্শন হল মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'।মহোমহাপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থগার থেকে এটি আবিষ্কার করেন।এটি সাধারণভাবে চর্যাপদ নামে খ্যাত।এটিকে বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়।এটি লেখা হয়েছিল হাজার থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে।এটি লিখেছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা। এই গ্রন্থে ২৪ জন কবি মিলে ৪৮ টি পদ লিখেছিলেন।তবে শেষের দুইটি সম্পুর্ণভাবে পদ পাওয়া যায়নি।চর্যাপদটি লেখা হয়েছিল হেয়াঁলিতে।চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যা ভাষা বলা হয়।কিছুটা বোঝা যায় আবার কিছুটা বোঝা যায়না।চর্যাপদের ভাষার আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালীন এই ভাষা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।অন্যভাবে বলা যায় যে, এটি তখন বৌদ্ধ মঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।সর্বসাধারনের ভাষা হয়ে ওঠতে পারেনি।ডঃ সুকুমার সেন চর্যাপদের ভাষাকে খাঁটি আদিস্তরের বাংলা বলে উল্লেখ করেন নি।তার মতে এর ভাষা হল প্রত্নবাঙ্গালা।চর্যাপদ ছাড়াও এই সময়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা হয়েছিল সেগুলি থেকে ও বাংলা ভাষার আদি রুপ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপুর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।যেমন বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের অমরকোষ টীকায় প্রদত্ত প্রায় সাড়ে চারশো প্রতিশব্দ, বৌদ্ধ কবি ধর্মদাসের 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন' গ্রন্থে উদ্ধৃত দুই-চারটি কবিতা ছত্র এবং সেকশুভোদয়ায় সঙ্কলিত কয়েকটি গান ও ছড়া।[৮] এই গ্রন্থগুলি থেকে বাংলা ভাষার আদি রুপের গুরুত্বপুর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।এছাড়াও এক্ষেত্রে কবি জয়দেব লিখিত "গীতগোবিন্দ" কাব্যের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা কিছুটা আসম্পুর্ণ থেকে যাবে।জয়দেব ছিলেন লক্ষণ সেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম সদস্য।তার লিখিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থটি আদতে সংস্কৃতে লেখা হলেও, বাংলা ভাষার ওপর এই গ্রন্থখানির অসামান্য প্রভাব ছিল।প্রাচীন বাংলা ভাষার বিবর্তনের সময়কালের বিস্তৃতি ছিল খ্রীষ্টিয় দশম

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই সময়কালে বাংলা ভাষার আদি রূপের বেশি নিদর্শন পাওয়া না গেলেও, যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে।

মধ্যযুগঃ ১২০২ খ্রীঃ ইখতিয়ার উদ্দিন মহঃ বখতিয়ার খলজি বাংলা আক্রমণ করে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বাংলায় তুর্কী আক্রমণ ভীরু বাঙালী জাতির হৃদয়ে কুঠারাঘাত করেছিল। এটি ছিল বাঙালী জীবনের যুগ সন্ধিক্ষণ। এখান থেকে বাঙালী মণীষা নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করে। ১২০২-১৩৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলায় কোন শক্তিশালী শাসকের আবির্ভাব হয়নি, তার ফলে বাংলাতে এইসময় কালে বাংলাতে শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না বললেই চলে, তার ফলে এই সময়কালে নতুন কিছু সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় না। ১৩৪২ খ্রীঃ বাংলায় হোসেন শাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় আবার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে। বাঙালী জাতি আবার নতুন প্রান ফিরে পাই। মধ্যযুগের বিস্তৃতকাল নিয়ে ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মধ্যযুগের বিস্তৃতিকাল ছিল ১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৭৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত। এই পর্বটি আবার উপপর্বে বিভক্ত-যথা আদিমধ্য (১৩৫০-১৫০০ খ্রীঃ) ও অন্তমধ্য (১৫০০-১৭৬০ খ্রীঃ)। এই দুই পর্বের স্থিতিকাল প্রায় চারশো বছর। ভাষা কোন সময়ই গতিহীন হতে পারে না। তাই এই চারশো বছরে বাংলা ভাষা পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও উন্নতর হতে থাকে।

আদি মধ্যযুগে লিখিত একমাত্র উপাদান হল বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এর উপর ভিত্তি করে তৎকালীন সময়ের বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারা যায়। এই গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ছন্দ, ব্যকারণ, শব্দ ব্যবহারের নতুনত্ব ও অনেক নতুন শব্দের আগমন লক্ষ্য করা যায়। অন্ত মধ্যযুগ নানা ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই সময়কালে বহু লিখিত উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে লিখিত উপাদান গুলির প্রায় সবগুলোই ছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে লিখিত। এই সময়কালে ধর্ম নিরেপেক্ষ সাহিত্য সেভাবে বিকাশ লাভ করেনি। তবে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ জানার জন্য এই ধর্মীয় সাহিত্যগুলির গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা আছে। এই ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী, মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ।[৯] এই যুগে লিখিত গুরুত্বপূর্ন সাহিত্য কর্মগুলি হল বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী, বিজয়দাসের মনসামঙ্গল, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসাবিজয় প্রভৃতি। কবি বিদ্যাপতির পদাবলি প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, "These exerted a tremendous influence on the Vaisnava lyric of Bengal. They spread into Bengal, and were admired and imitated by Bengali Poets from the 16th century downwards, and the attempts of the people of Bengal to preserve the Maithili Language, without studying it properly." [১০] এই থেকে বাঙালি ও বাংলা ভাষার উপর তার অসামান্য প্রভাব ও গুরুত্বের কথা বোঝা যায়। এই সময় কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অনুবাদ সাহিত্যের সুচনা ও বিকাশ লাভ। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। এগুলি মৌলিক রচনা না হলেও বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ জানার জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এছাড়াও এই সময় কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'ব্রজবুলি' ভাষার প্রচলন। "মুলত মৈথিলি ভাষা ও অংশত অবহটঠ ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণে অন্তমধ্যযুগের বাঙালি বৈষ্ণব কবিরা একটি সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি করেন। তার নাম ব্রজবুলি ভাষা।"[১১] এটি ছিল মুলত সাহিত্যের ভাষা বা কবিদের ভাষা। এই সময়কালে বাংলা ভাষা নানাভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং বাংলা ভাষায় নানা নতুন বৈশিষ্টের আনয়ণ হয়।

আধুনিক যুগঃ মধ্যযুগের শেষ সীমা ধরা হয় মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু বর্ষকে ১৭৬০ খ্রীঃ, এই সালকে মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে। তার মৃত্যুতে মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলা হয়। এই সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক যুগের বিস্তৃতি। এই সময় বাংলা ভাষা সহজ,সরল ও সাবলীল হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগে ব্যাপক আকারে গদ্য সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। পদ্য সাহিত্য থেকে গদ্য সাহিত্য অনেক বেশি চর্চা হতে থাকে। প্রথম দিকে গদ্য সাহিত্য কঠিন ও সাধু ভাষায় রচিত হতে থাকে। পরবর্তিতে সাধারন মানুষের ভাষা চলিত ভাষায় গদ্য সাহিত্য রচিত হতে থাকে। তার ফলে সাধারন মানুষের সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। এই সময় কালে অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পাই। আধুনিক বাংলায় দুটি সংযোজক অব্যয়ের 'ও', 'এবং' এর ব্যবহার খুব বেশি হয়। এই দুটির মধ্যে 'এবং' দুটি বাক্যকে যোগ করে, 'ও' যোগ করে দুটি পদকে। যদিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম কম নয়। এই দুটি সংযোজক অব্যয়ের মধ্যে 'এবং' আগেই থেকে প্রচলিত। 'ও' হল আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য।[১২] এই সময় অসমাপিকা ক্রিয়া, সরল, যৌগিক বাক্যের ব্যবহার বাংলা ভাষাকে সহজ ও সাবলীল করে তোলে। আধুনিক যুগে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষাতে অনুপ্রবেশ করে। তার ফলে বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে,

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

তেমন বাংলা ভাষা নানা বৈচিত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠছে।

Endnotes

১. মুখোপাধ্যায়,জীবনঃ ভারতের ইতিহাস, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৫৬।
২. চক্রবর্তী, রণবীর; ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব, প্রথম খন্ড; ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, হায়দ্রাবাদ,২০০৮, পৃঃ৮৮।
৩.সেন, সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; ১৩৩৯, পৃঃ৭১।
৪.তদেব; পৃঃ১৩৩।
৫.তদেব; পৃঃ১৩৩।
৬. ডঃ শহীদুল্লাহ,মহম্মদ; বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ঢাকা, বাঙলা একাদেমি, ১৯৬৫, পৃঃ ২০।
৭. Chatterji, Suniti Kumar; The Origin and Development of the Bengali Language; Calcutta University Press ; Calcutta; 1926; P.No:92.
৮.সেন, সুকুমার; ভাষার ইতিবৃত্ত; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; কলকাতা; ১৩৩৯; পৃঃ১৩৯।
9. শ , রামেশ্বর; সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা ; পুস্তক বিপণি ; কলকাতা; ১৩৯০; পৃ;৬০৯।
১০. Chatterji, Suniti Kumar; The Origin and Development of the Bengali Language; Calcutta University Press ; Calcutta; 1926; P.No:103.
১১. শ , রামেশ্বর ; সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা , পুস্তক বিপণি , কলকাতা, ১৩৯০, পৃ;৬১৩।
১২. তদেব, পৃ;৬১৫।

———